14

ভোরের কাগজ

তারিখ 26 JUL 199

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

কম্পিউটার কর্নার

জাতীয় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা

আগামী ৫ আগস্ট ঢাকা শেরাটনে হবে দেশের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা

সফটওয়্যার যে একটি শিল্প এবং বাংলাদেশের মতো হতদরিদ্র একটি দেশের জন্য খুবই সম্ভাবনাময় শিল্প, তা বোধ করি ইতিমধ্যেই আমরা অনেকেই বুঝতে পেরেছি। চার পাশে এখন সফটওয়্যার নিয়ে কথা হয়, ডাটা এন্ট্রি প্রজেক্টের কথা শুনি। শুনে বুকটা ভরে যায়। হঠাৎ করেই চোখের সামনে একটি দৃশ্য মুহূর্তের জন্যেই ভেসে ওঠে। হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে। হই চই করছে, জীবনের কথা বলছে।

সফটওয়্যার শিল্প নিয়ে আমরা যতোটা আশাবাদী ঠিক ততোটা কি সক্রিয়? এই শিল্পের কথা শুনা যায় বিভিন্ন বক্তৃতায় আর সামান্য কিছু টেকনিক্যাল পত্রপত্রিকায়। জাতিগতভাবে সম্মিলিতভাবে যে শক্তিতে এগুনো উচিত, ঠিক সেভাবে আমরা বুঝি যাচ্ছি না।

যাচ্ছি যে না, তার একটি ছোট উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। আমাদের বিশ্বাস পত্রপত্রিকাগুলো সমাজের সবচেয়ে বুদ্ধিমান। তারাই গাইড করবে পুরো সমাজকে। দিকনির্দেশনা দেবে সময়কে। কিন্তু সেটা কি আমাদের পত্রপত্রিকাগুলো করছে। কালেভদ্রে দুএকটি বিচ্ছিন্ন লেখা ছাপানো ছাড়া এর চেয়ে বেশি কিছু কি আমরা করতে পেরেছি। রাজনৈতিক লেখা যতোটা গুরুত্বসহকারে ছাপা হয় সফটওয়্যার শিল্পের ওপর তেমনটা হয় না। কিন্তু, একটা সম্ভাবনাময় শিল্পের বিকাশে আমরা সবাই কি এগিয়ে আসতে পারি না? এটাকে কি আমরা রাজনৈতিক বিষয়ে ফেলতে পারি না?

সফটওয়্যার শিল্প ঠিক গার্মেন্টস শিল্পের মতো নয়। গার্মেন্টস শিল্পে সাধারণ মেয়েরাও কাজ করতে পারেন, কিন্তু ডাটা এন্ট্রি এবং সফটওয়্যার শিল্পে সেটা অসম্ভব। সফটওয়্যার শিল্পের জন্য চাই সঠিক জনশক্তি, দক্ষ লোকবল। এই শিল্পের সঙ্গে দক্ষতা এবং বুদ্ধি দুটোই প্রয়োজন। সফটওয়্যার মানেই হলো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি। এখানে যতেটা না দৈহিক শ্রমের প্রয়োজন, তারচেয়েও বেশি প্রয়োজন বুদ্ধি। বুদ্ধি খাটিয়ে বানাতে হয়, সফটওয়্যার।

সফটওয়্যারের রূপকার হলেন প্রোগ্রামাররা। একদল ভালো প্রোগ্রামারই এই শিল্পের হাতিয়ার। সারা বিশ্বে এখন প্রোগ্রামার সঙ্কট। উন্নত বিশ্ব সারা দুনিয়া থেকে প্রোগ্রামার খুঁজে নিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি, বাংলাদেশেও প্রকট প্রোগ্রামার সঙ্কট। এর মানে এ নয় যে, প্রোগ্রামাররা বিদেশে চলে যাচ্ছে। আসল কথা হলো, আমাদের দেশে ভালো প্রোগ্রামার তৈরি হচ্ছে না। প্রোগ্রামার তৈরির কালচার তৈরি হয়নি।

আমরা যারা প্রফেশনাল ক্ষেত্রে আছি, তারা প্রতিদিন বিপদে পড়ছি প্রোগ্রামার খুঁজতে গিয়ে। বিজ্ঞাপন ছাপলে প্রচুর আবেদনপত্র জমা পড়ে। কিন্তু ভালো আবেদনপত্র খুঁজে পাওয়া যায় না তার মধ্য থেকে।

তার কারণ হলো, প্রতিবছর আমরা মাত্র শ' দুয়েক কম্পিউটার গ্র্যাজুয়েট বের করছি। তার মধ্যে, বুয়েট থেকে যারা বেরুচ্ছে তাদের সিংহভাগই চলে যাচ্ছে বিদেশে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যারা বেরুতে শুরু করেছে, তারা এখনো ইন্ডাস্ট্রিতে সফল প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। কিছু কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রচুর টাকা নিয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান পড়ায়। তাদের মান নিয়েও প্রচুর প্রশ্ন উঠছে ইন্ডাস্ট্রিতে। পাশাপাশি অজস্র ট্রেনিং সেন্টার প্রতিদিনই প্রোগ্রামার তৈরি করছে। এই শিক্ষার্থীরা ভাবছেন, তারা খুবই ভালো প্রোগ্রামার হয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা তো একদম উল্টো। সত্যি কথাটা হলো, এই ফিল্ডে ভালো এক্সপার্ট আছেন খুবই কম। এই সংখ্যা কয়েক হাজার গুণ বাড়ানো উচিত।

কিন্তু কি করে? ভালো প্রোগ্রামারের সংখ্যা বাড়ানো যায় কিভাবে? সরকার তো কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। উদ্যোগ নিতে হবে এখন বেসরকারিভাবে। এদের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। এদের মধ্যে গুণগত মানের বিচার চালু করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে গ্র্যাজুয়েট বের করছে তাদের গুণগত মান বিচারের ব্যবস্থা এই প্রথম বাংলাদেশে শুরু হতে যাচ্ছে। ৫ আগস্ট আয়োজন করা হয়েছে জাতীয় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। হোটেল শেরাটনে সারাদিন ধরে এটা চলবে। আন্তর্জাতিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার অনুকরণে এটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। দেশের প্রায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। তিনজন করে একেকটি টিম গঠিত হচ্ছে। ৩০ থেকে ৪০টি টিমকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া ঢাকার বাইরের টিমকে যাতায়াতের ভাতাও দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো জায়গায় এটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিযোগিতা। দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ কম্পিউটার বিশেষজ্ঞরা এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে জড়িত। দেশের সেরা পাঁচজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞকে রাখা হয়েছে বিচারক হিসেবে। তারা হলেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপচার্য অধ্যাপক আর আই শরীফ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোত্তালিব, সিলেট শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান ও বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক অধ্যাপক জাফর ইকবাল এবং সিনিয়র কম্পিউটার এক্সপার্ট মি. মঈন খান। যদিও এই প্রতিযোগিতার মূল বিচারকার্য করবে অন্য আরেকটি কম্পিউটার, কিন্তু এই বিচারকমণ্ডলী তার গুণগত মান দেখবেন। দেশীয় সম্পদের মধ্য দিয়েই সর্বোচ্চ কোয়ালিটি রাখা হচ্ছে। প্রথমবারের মতো এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে তুলনাযোগ্য অনুষ্ঠানের আয়োজনে হাজারো সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারপরেও খুবই সুখের বিষয় হলো, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি তার মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাদের প্রতিযোগীদের উৎসাহ প্রদান করবেন। সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এ ধরনের উৎসাহ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কমিটমেন্ট প্রকাশ পেয়েছে। এখন জাতি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব তার কমিটমেন্টকে কাজে লাগিয়ে সফল সময়ে পৌঁছে যাওয়া।

পুরো প্রতিযোগিতার পিছনে আরো একজন কৃতী পুরুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তিনি হলেন, অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। তার সম্পর্কে কিছু বলে তাকে সীমানায় বেঁধে ফেলার দুঃসাহস আমার নেই।

কিছুসংখ্যক মহৎপ্রাণ মানুষ আর একদল তরুণ ছেলেমেয়ে মিলে এই যে ধারার সূচনা করছে, আমাদের সকলের উচিত তাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানানো এবং এ ধরনের আরো অনেক প্রচেষ্টার জন্ম দেওয়া। সফটওয়্যার শিল্পের আন্দোলন তখনই বাস্তবে রূপ নেবে। আমাদের সার্বিক অবস্থার উন্নতি হবেই।

❑ জাকারিয়া স্বপন